এইভাবে নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য করলেও ইহারা একই প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ার দুটি স্তর।

প্রশ্ন 2 স্বার্থানুমিতি ও পরার্থানুমিতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো। এই প্রসঙ্গে পঞ্চ অবয়বী ন্যায়ের উদাহরণ-সহ ব্যাখ্যা করো। 5+5

◆ উত্তর

স্বার্থানুমিতি ও পরার্থানুমিতির মধ্যে পার্থক্য

অনুমিতিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, তা হল—[1] স্বার্থানুমিতি [2] পরার্থানুমিতি। অনুমান কর্তা নিজের জ্ঞানলাভের প্রয়োজনে যে অনুমিতি করে থাকেন তাকে বলা হয় স্বার্থানুমিতি। যেমন— অনুমান কর্তা পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করে মনে মনে বহ্নির যে অনুমান করেন তাকে বলা হয় স্বার্থানুমিতি।

স্বার্থানুমিতি (স্বার্থানুমান) ও পরার্থানুমিতির (পরার্থানুমান) মধ্যে পার্থক্যগুলি হল—

স্বার্থানুমিতি (স্বার্থানুমান)	পরার্থানুমিতির (পরার্থানুমান)
[1] স্বার্থানুমিতির করণকে বলা হয় স্বার্থানুমান।	পরার্থানুমিতির করণকে বলা হয় পরার্থানুমান।
[2] স্বার্থানুমান অনুমান কর্তা নিজের জ্ঞানলাভের প্রয়োজনে করে থাকেন।	পরার্থানুমান অনুমান কর্তা অপর ব্যক্তির মনে অনুমিতি উৎপাদনের প্রয়োজনে করে থাকেন।
[3] স্বার্থানুমানে পাঁচটি অবয়ব বাক্যের প্রয়োগ বাধ্যতামূলক নয়, কেন-না স্বার্থানুমান মানসিক।	পরার্থানুমানে পাঁচটি অবয়র বাক্যের প্রয়োগ বাধ্যতামূলক, কেন-না তা নাহলে অপর ব্যক্তির মনে অনুমিতি উৎপন্ন হবে না।
[4] স্বার্থানুমান ছাড়া পরার্থানুমান হয় না। কেন-না যিনি পরার্থানুমান করেন তিনি প্রথমে স্বার্থানুমান করে থাকেন।	পরার্থানুমান ছাড়া স্বার্থানুমান হয়।
[5] স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরামর্শ হয়।	পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে শব্দ পরামর্শ হয়। এইভাবে স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানের মধ্যে পার্থক্য করলেও উভয়ের মধ্যে স্বরূপত কোনো পার্থক্য নেই।

পঞ্চ অবয়বী ন্যায়

ন্যায় মতে পঞ্চ অবয়বী ন্যায় হল আদর্শ ন্যায় অনুমান। পঞ্চ অবয়বী ন্যায় বলতে বোঝায়—যে ন্যায় অনুমান পাঁচটি অবয়ব বাক্য দিয়ে গঠিত হয় সেই ন্যায় অনুমানকে বলা হয় পঞ্চ অবয়বী ন্যায়। পঞ্চ অবয়বী ন্যায়ের উদাহরণ হল— পর্বতে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করা হয়। এই অনুমানটিকে পঞ্চ অবয়বী ন্যায়ের আকারে প্রকাশ করা যাক।

অবয়বের নাম	বাক্য	বাক্যের ধর্ম
[1] প্রতিজ্ঞা বাক্য—	পর্বতো বহ্নিমান	পক্ষতা
[2] হেতু বাক্য—	পর্বতো ধূমবান	পক্ষধর্মতা
[3] উদাহরণ বাক্য—	যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহ্নিঃ যথা মহানস	ব্যাপ্তি
[4] উপনয় বাক্য—	পর্বতো ধূমবান	পরামর্শ
[5] নিগমন বাক্য—	পর্বতো বহ্নিমান	অনুমিতি

পঞ্চ অবয়বী ন্যায়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং প্রতিটি অবয়বের কার্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা—

[1] **প্রতিজ্ঞাবাক্য**: "সাধ্য বত্বং পক্ষ বচনং প্রতিজ্ঞা"। অর্থাৎ পঞ্চ অবয়বী ন্যায়ের যে বাক্যে সাধ্য বিশিষ্ট পক্ষের প্রতিপাদন করা হয় সেই বাক্যকে বলা হয় প্রতিজ্ঞাবাক্য। পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করাই হল অনুমানের উদ্দেশ্য। পক্ষে সাধ্য সিদ্ধি সুনিশ্চিত হলে অনুমান প্রক্রিয়া চলতে পারে না। সিদ্ধসাধন দোষ হয়। তাই অনুমানের জন্য পক্ষে সাধ্যের সংশয় (সিদ্ধ্যভাব) অথবা অনুমান করার ইচ্ছা (সিষাধয়িষা) থাকা দরকার একেই বলা হয় পক্ষতা।

প্রতিজ্ঞা বাক্যের কার্য ও প্রয়োজন: পক্ষতা প্রতিজ্ঞা বাক্যের ধর্ম। পক্ষতা না থাকলে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। পক্ষতা অনুমিতির প্রতিবন্ধক দূর করে। এই পক্ষতা ও পক্ষ জ্ঞানের জন্য প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োজন।

[2] **হেতু বাক্য**: "লিঙ্গ প্রতিপাদিকং বচনং হেতুঃ।" অর্থাৎ—পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে হেতু জ্ঞানের প্রয়োজন তা পঞ্চ অবয়বী ন্যায়ের যে বাক্য প্রকাশ করে তাকে বলা হয় হেতু বাক্য।

হেতুবাক্যে শুদ্ধ হেতু প্রতিপাদন করা হয়। পক্ষ পর্বতে শুদ্ধ হেতু ধূমের অবদানই হল পক্ষধর্মিতা। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।

হেতুবাক্যের কার্য ও প্রয়োজন: পক্ষধর্মতা জ্ঞান প্রকাশ করে হেতু বাক্য। পক্ষে হেতু না থাকলে আশ্রয়াসিদ্ধ বা স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস ঘটবে। হেতুজ্ঞান ও পক্ষধর্মতা জ্ঞানের জন্য হেতু বাক্যের প্রয়োজন।

[3] **উদাহরণ বাক্য:** 'ব্যাপ্তি প্রতিপাদিকং বচনং উদাহরণম্'। অর্থাৎ, পঞ্চ অবয়বী ন্যায়ের যে বাক্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিপাদন করা হয় তাকে বলা হয় উদাহরণ বাক্য। ব্যাপ্তিতে উদাহরণ থাকে বলে এই বাক্যের নাম উদাহরণ হয়েছে। এই জ্ঞান স্মরণাত্মক।

উদাহরণ বাক্যের কার্য ও প্রয়োজন: ব্যাপ্তি জ্ঞানের জন্য উদাহরণ বাক্যের প্রয়োজন। কেন-না উদাহরণ বাক্য ব্যাপ্তি জ্ঞান প্রতিপাদন করে। ব্যাপ্তি জ্ঞান না থাকলে ব্যাপ্যতা সিদ্ধ দোষ হবে।

[4] **উপনয় বাক্য:** "ব্যাপ্তি বিশিষ্ট লিঙ্গ প্রতিপাদিকং বচনং উপনয়ঃ।" অর্থাৎ—পঞ্চ অবয়বী ন্যায়ের যে বাক্যে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু পক্ষে অবদান প্রতিপাদন করা হয় সেই বাক্যকে বলা হয় উপনয় বাক্য। পরামর্শ জ্ঞান এই বাক্যের ধর্ম। "বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবান পর্বত"—এইরূপ জ্ঞানকে পরামর্শ বলা হয়। এই পরামর্শ জ্ঞান অলৌকিক জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষ। ব্যাপ্তি জ্ঞানের ব্যাপার, অনুমিতির করণ। অনুমান প্রমাণ।

উপনয় বাক্যের কার্য ও প্রয়োজন: পরামর্শ জ্ঞানের জন্য উপনয় বাক্যের প্রয়োজন। উপনয় বাক্যই পরামর্শ জ্ঞান প্রকাশ করে। পরামর্শ ছাড়া অনুমিতি উৎপন্ন হতে পারে না। পরামর্শ জ্ঞানই অনুমিতির করণ।

[5] **নিগমন বাক্য:** পঞ্চ অবয়বী ন্যায়ের যে বাক্যটি পরামর্শের সাহায্যে পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব সুনিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করে সেই বাক্যকে বলা হয় নিগমন বাক্য।

নিগমন বাক্যের কার্য ও প্রয়োজন: নিগমন বাক্য অনুমিতি জ্ঞান প্রকাশ করে। এই জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক। অবাধি তত্ত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষত্ব জ্ঞানের জন্য নিগমন বাক্যের প্রয়োজন।

প্রশ্ন 3 ন্যায় মতে ব্যাপ্তির লক্ষণ দাও। ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের (প্রতিষ্ঠার) উপায়গুলি উদাহরণ-সহ ব্যাখ্যা করো। 5+5